এক নজরে

ডিউ ডিলিজেন্স (অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহ) এবং দায়িত্বশীল ব্যবসা/কার্যক্রম পরিচালনা

প্রথম ভাগ – ডিউ ডিলিজেন্স – কী এবং কেন ব্যবসার ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা দরকার

ডিউ ডিলিজেন্স কী?

এটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা ও তার সরবরাহ ব্যবস্থা বা সাপ্লাই চেইনে মানবাধিকার ও পরিবেশের ওপর প্রকৃত ও সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করা, তার প্রশমন ও দায় নির্ধারণে কোম্পানিসমূহের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি।

যৌথ দায়িত্ব

সরবরাহ ব্যবস্থায় অংশীদার, ক্রেতা ও সরবরাহকারীকে এর শর্তগুলো পূরণে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং মানবাধিকার ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি তৈরি হবে সেগুলোর প্রশমনে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

এটি কীভাবে কাজ করে?

ডিউ ডিলিজেন্স একটি প্রক্রিয়া যেটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানবাধিকার ও পরিবেশের ওপর তাদের কার্যপরিচালনা ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রভাবসমূহ বোঝার ও সামলানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ আছে:

১. মানবাধিকার নিশ্চিতে এবং পরিবেশ রক্ষায় নীতি ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা ব্যবস্থা থাকবে

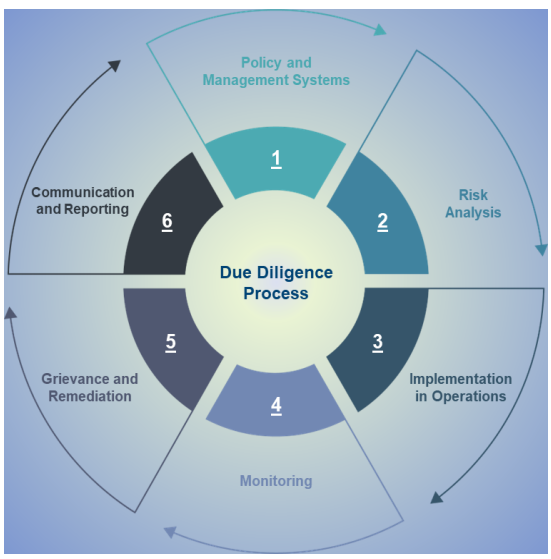
২. কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত ও নিরূপণ করবে

৩. এই প্রভাবগুলোর বিষয়ে তাদের প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে

৪. ডিউ ডিলিজেন্সের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়মিত মনিটর করবে

৫. অভিযোগ জানানো এবং এইসব নেতিবাচক প্রভাবের মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার বিষয়ে ফীডব্যাক বা মতামত জানানোর জন্য শ্রমিকদের জন্য কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে

৬. প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে মানবাধিকার ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে সমাধান করছে সে বিষয়ে সকলকে অবহিত করবে এবং প্রতিবেদন দেবে



জানেন কি...

স্ট্যান্ডার্ড এন্ড সার্টিফিকেশন সিস্টেম ডিউ ডিলিজেন্স প্রতিপালনে ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং তা পালন না করা হলে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার একটি কার্যকর পদ্ধতি বা টুল। সংগৃহীত ডেটা বা তথ্য কোম্পানিগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে এবং তা ডিউ ডিলিজেন্সের শর্তাবলী পরিপালনে তাদের সহায়তা করতে পারে।

ডিউ ডিলিজেন্স কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- ✓ মানুষ ও পরিবেশের ওপর প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট আইনী শর্তসমূহ পূরণে সহায়তা করে
- ✓ আপনার ব্যবসা বা কর্মকাণ্ডের ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে আপনাকে সচেতন করতে এবং ঝুঁকিসমূহ কমাতে সহায়তা করে
- ✓ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ ও প্রশমনে টুল বা পদ্ধতি প্রদান করে
- ✓ কর্মীদের সমস্যাগুলো তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে
- ✓ আপনার ব্যবসাকে আরো টেকসই করতে এবং সার্বিকভাবে এর টিকে থাকার শক্তি বা সহনক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে
- ✓ কর্মপরিবেশ ও জীবনমান উন্নত করে। ভালো কর্মপরিবেশ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়
- ✓ ডিউ ডিলিজেন্সের পদ্ধতিগত বাস্তবায়নে অধিকতার দক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং সময় ও খরচ বাঁচে
- ✓ ঝুঁকি কমানোর মানে প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা। ডিউ ডিলিজেন্সের সফল বাস্তবায়ন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে রাখবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

দ্বিতীয় ভাগ: রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে অগ্রগতিসমূহ

ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপলস অন বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (ইউএনজিপিস) অনুযায়ী সরকার এবং প্রতিষ্ঠান উভয়েরই স্বপ্রণোদিতভাবে মানুষ ও পরিবেশের ওপর তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ ও মোকাবেলার দায়িত্ব রয়েছে।

"সর্বোপরি, ইউএনজিপি রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানুষ ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি শ্রেয়তর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও সুযোগ সৃষ্টি করে।" (সূত্র: ইউএনজিপি)

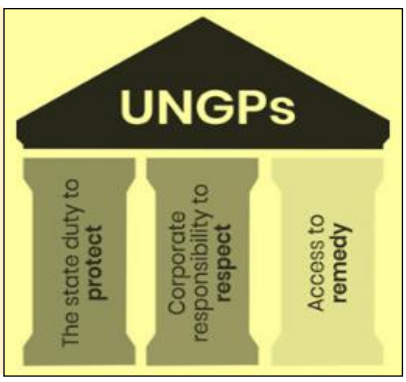
ইউএনজিপি আকার, সেক্টর, অবস্থান, মালিকানা বা কাঠামো নির্বিশেষে সব প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার বিষয়ক ডিউ ডিলিজেন্স বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। তবে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান আইনী প্রক্রিয়ার আওতায় আনার সুযোগ রয়েছে।

তথ্য...

ইউএনজিপিতে কী আছে?

এর আওতায় তিনটি স্তম্ভের অধীনে ৩১টি নীতি আছে:

- ✓ প্রথম স্তম্ভ: মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব
- ✓ দ্বিতীয় স্তম্ভ: মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব
- ✓ তৃতীয় স্তম্ভ: প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা



ইউএনজিপিস ব্যবসা ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কাজ করে এমন অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)- এর জন্য একটি ফ্রেম অব রেফারেন্স হিসাবে দৃঢ়ভাবে আবির্ভূত হয়েছে।

স্পষ্টভাবে ব্যবসা পরিচালনা ও মানবাধিকার বিষয়ক ইউএনজিপিস ওপর ভিত্তি করেই মানবাধিকারের প্রতি কর্পোরেট ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংবলিত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওইসিডি নির্দেশিকার ২০১১ সালের সংশোধিত সংস্করণ প্রণীত হয়েছে।

ওইসিডি নির্দেশিকা থেকে ইউএনজিপিতে কী আছে এবং "দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার বিধি"র সাথে ইউএনজিপি কীভাবে সম্পর্কিত?

ইউএনজিপি প্রকাশের পর সেখান থেকে ২০১১ সালের ওইসিডি নির্দেশিকায় মানবাধিকারের ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে সেই অধ্যায় ছাড়াও ওইসিডি নির্দেশিকায় আরো যে বিষয়গুলো আছে:

- ✓ কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ
- ✓ পরিবেশ
- ✓ ঘুষ ও চাঁদাবাজি
- ✓ ভোক্তা সুরক্ষা
- ✓ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- ✓ প্রতিযোগিতা
- ✓ কর নীতি

বাধ্যতামূলক আইনের প্রয়োজনীয়তা

ইউরোপের অগ্রগতি

এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মানবাধিকার ও পরিবেশগত বিষয়ে ইউএনজিপি এবং ওইসিডি নির্দেশিকার মতো ডিউ ডিলিজেন্স-এর পরিপালন মূলত ঐচ্ছিক।
তবে এই ধরনের ঐচ্ছিক উপায়ে এগুলো বাস্তবায়নের আইনি নিশ্চিয়তা নেই। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো তা পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার সুযোগ কম।

এই কারণেই জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের মতো কিছু দেশ ইউএনজিপি-এর উপর ভিত্তি করে আইনগতভাবে অবশ্যপালনীয় ডিউ ডিলিজেন্স নীতিমালা এবং ইউএনজিপির ভিত্তিতে আইনের প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

জাতীয় আইনে কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি বা প্রতিষ্ঠানকে টেকসই করার বিষয়ে ডিউ ডিলিজেন্স পূর্ণাঙ্গ আকারে না থাকার সমস্যা সমাধানে ইইউ কমিশন এ সম্পর্কিত একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। নির্দেশিকাটি প্রথমবারের মতো ইউরোপ-ব্যাপী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মানবাধিকার ও পরিবেশগত বিষয়ে ডিউ ডিলিজেন্স প্রণয়নে একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো হিসেবে কাজ করবে।